শরৎচন্দ্রের
পরেশ

চারুচিত্র প্রযোজিত

শরৎচন্দ্রের পরেশ

চিত্রনাট্য
জ্যোতির্ময় রায়

অতিরিক্ত সংলাপ
সজনীকান্ত দাস

—ঃ চরিত্রায়ণে ঃ—

পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, নির্মলকুমার, গঙ্গাপদ বসু, প্রেমাংশু, জহর রায়, পশুপতি, তুলসী চক্রঃ, ডাঃ হরেন মুখার্জী, আশু বোস, নৃপতি, শিবকালী, ধীরাজ দাস, ননী মজুমদার, প্রীতি মজুমদার, মণি শ্রীমানি, মাঃ সুখেন, হরিমোহন, ঋষি ব্যানার্জী, বেচু সিংহ, বাণীবাবু, শৈলেন, শান্তি ভট্টাঃ, প্রণব রায়, গণেশ শর্মা, মাঃ বিদ্যুৎ, খগেন পাঠক প্রভৃতি

মলিনা দেবী, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, মঞ্জু দে, শোভা সেন, লীলাবতী (করালী), অনুশীলা, শান্তা, কুমারী গীতারাণী, মীরা শীল প্রভৃতি

চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা
অজয় কর

সংগীত
অনুপম ঘটক

সম্পাদনা	শিল্প-নির্দেশ	গীতিকার	ব্যবস্থাপনা
কমল গাঙ্গুলী	কার্তিক বসু	শিশির সেন, গৌরী প্রসন্ন	ক্ষিতীশ আচার্য
শব্দ-ধারণ	রূপসজ্জা	পরিস্ফুটনে	পট শিল্প
বাণী দত্ত	ত্রিলোচন পাল	আর, বি, মেহেতা	কবি দাসগুপ্ত রবিদাসগুপ্ত
সর্বাধ্যক্ষ	স্থির চিত্র	আলোক সম্পাত	নৃত্য পরিচালনা
নীরেন শীল	স্যাংগ্রিলা (Ednalorenz)	হরেন্দ্র গাঙ্গুলী	বিনয় ঘোষ

সহকারী

পরিচালনায়ঃ হীরেন নাগ, নরেশ রায়* চিত্র-গ্রহণে : বেবী ইস্‌লাম (অপারেটিং-ক্যামেরা ম্যান), কানাই দে, রুনু ঘোষ* শব্দধারণে: ঋষি ব্যানার্জি পাঁচু মণ্ডল,* আলোক সম্পাতে : সুধীর সরকার, অভিমন্যু দাস, সুদর্শন দাস, দুখী অধিকারী, লক্ষ্মী ব্যানার্জি * শিল্প নির্দেশে : সোমনাথ চক্রবর্তী * রূপ-সজ্জায় : ভীম * ব্যবস্থাপনায় : বিজয়, যতীন, পি, মজুমদার * সম্পাদনায় : প্রতুল রায় চৌধুরী* সংগীতে : হীরেন ঘোষ।

প্রচার পরিচালনা : রমেন চৌধুরী ঃ ঃ প্রচার শিল্পী : আর্টিষ্ট সার্কল

বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরীতে পরিস্ফুটিত • ক্যালকাটা মুভিটোন লিমিটেডে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত

পরিবেশক • ছায়াবাণী লিমিটেড

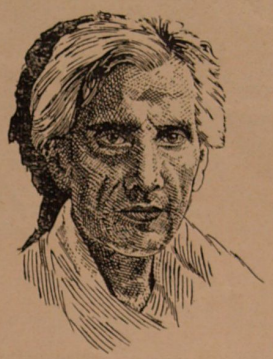

শরৎ-রচনা **পরেশ**

গল্পাংশ

আদর্শবাদী গুরুচরণ! দীর্ঘদিন সহধর্মিণী তাঁর গতায়ু হয়েছেন, রেখে গেছেন একমাত্র পুত্র বিমলকে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, মোটেই সে মানুষ নয়। নিজের ছেলে বিমল মানুষ হয়নি দেখেও গুরুচরণ বিচলিত নন। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে ভ্রাতুস্পুত্র পরেশকে পাঁচজনের একজন করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে আছেন। আহা, মা-হারা বালক, বাপের স্নেহ আর পেল কোথায়? সে আত্মকেন্দ্রিক লোকটি তো অর্থ সঞ্চয় করতে দীর্ঘদিন গাঁ ছাড়া। শুধু তাই নয়, আর একটি দার-পরিগ্রহও করেছে।

তাই পুত্রের অধিক স্নেহে পরেশকে শিক্ষায় দীক্ষায় আদর্শে অগ্রগণ্য করে তুলছেন গুরুচরণ। গুরুচরণ মজুমদারের কথা শ্রীকুঞ্জপুরের কোথাও উঠলেই শ্রদ্ধায় ভক্তিতে সকলের মাথা আপনি নুয়ে পড়ে। হ্যাঁ, মানুষ বলতে হয় এমনধারা লোককেই। টাকায় বড়ো— এমন মানুষ গাঁয়ে দু'চার জন তো আছে নিশ্চয়ই, নেই শুধু মানুষ-পদ-বাচ্য গুরুচরণের সমকক্ষ কোনো কেউ। জেলা

ইস্কুলের মাষ্টারের চরিত্রের দৃঢ়তা, অবিচলিত সাধুতার বিষয় লোকের মুখে মুখে ফেরে।

কাজেই এ হেন জ্যেষ্ঠতাতের সতর্ক দৃষ্টির সোনার কাঠির ছোঁয়ায় পরেশ একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ সংগ্রহ করে নেবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। স্নাতকোত্তর পরীক্ষার জন্যে পরেশের কলকাতায় যাবার সময় সমুপস্থিত; হেডমাষ্টার হৃষিকেশবাবু গুরুচরণকে স্মরণ করিয়ে দেন তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা। হৃষিকেশ-তনয়া গৌরীর সংগে পরেশের পরিণয় সংঘটিত হওয়ার বাসনা উভয়েরই বহুদিনের। এতদিন তাঁরা অপেক্ষা করছেন এই দিনটির জন্যে। পরেশ কিন্তু আর কিছুদিনের সময় চেয়ে নেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আগে সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে সে অনিচ্ছুক।

মহাকালের রথ এগিয়ে চলে। ইতিমধ্যে পরেশ-জনক হরিচরণ শহরের মায়া কাটিয়ে ফিরে এসেছে স্বগৃহে। সেখানে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে বিশেষ তৎপর। হৃষিকেশ-তনয়া গৌরীর সাথে পরেশের বিবাহ বন্ধের জন্য পরেশের হস্তাক্ষর জাল করলো। তারপর? বৃদ্ধ হৃষিকেশ মর্মাহত হলেন, সেই সংগে ততোধিক আঘাত পেলেন গুরুচরণ। তাঁর হাতে-গড়া পরেশের এহেন আচরণ? পুত্র বিমল হীন চরিত্র, তার সংগে তাঁর সম্পর্ক পর্যন্ত নেই। কিন্তু পরেশ! আর প্রতীক্ষারতা গৌরী? সে যে কল্পনার

আকাশে কতো আকাশ-প্রদীপ জ্বেলেছে শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত।

কুচক্রী হরিচরণের কিন্তু লালসার নিবৃত্তি হয় না, এরপর সে বিষয় আশয় ভদ্রাসন প্রভৃতি ভাগ করে নেয় এবং তারি জন্যে মধ্যম ভ্রাতৃজায়াকে শারীরিক পীড়ন পর্যন্ত করতে দ্বিধা করে না। গুরুচরণ রাজদ্বারে সমুস্থিত—গৃহ-লক্ষ্মীর অবমাননার প্রতিবিধানের জন্যে। দুষ্কৃতকারীর জন্যে ক্ষমা নেই—আদর্শ-অন্তপ্রাণ গুরুচরণের কাছে।

এই সংকট-মুহূর্তে পরেশ কোথায়? সে যদি একবার হাজির হোতো জ্যেষ্ঠতাতের কাছে, তাহলে কি এই বিরোধের অবসান হয় না?

কিন্তু তার উপায় নেই। আদর্শবাদীরা কখনোই ভ্রষ্ট-আদর্শের কাউকে সহ্য করে না কোনোদিন। গুরুচরণের কাছে পরেশ আজ অস্পৃশ্য, অপাংক্তেয়!

হরিচরণের চক্রান্তে শ্রীকুঞ্জপুরের প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ গুরুচরণ জগতের ওপর নিদারুণ ঘৃণায় ধিক্কারে নৈতিক আত্ম-হত্যার সংকল্প করলেন। সকলের নমস্য লোকটি ক্রমে সবার সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাবের কারণ হয়ে উঠলেন।

রাত্রির অবসান আছেই; দিনের পদধ্বনি তারায় তারায় ধ্বনিত হয়ে ওঠে; সেই আশায় এবং বিশ্বাসে আমরা স্থির নিশ্চিত শ্রদ্ধেয় আদর্শবাদী গুরুচরণ আবার সকলের শ্রদ্ধা সম্ভ্রম সমাদর লাভ করবেন। সংসার তাঁর আবার সুখের হয়ে উঠবে!!

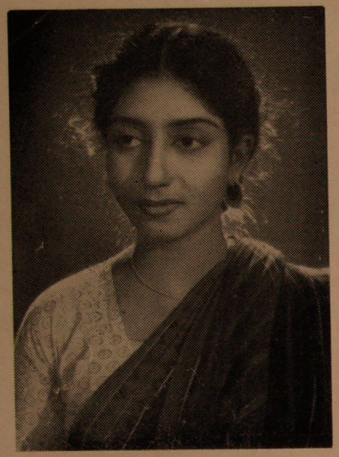

সংগীতাংশ

(১)

আহা কাঁদেগো কাঁদে
হোথা কমলিনী রাধা ।।
প্রেমের বিষে জরজর
অভিমানে থরথর,
শেষ হ'ল কি কানুর এবার
বাঁশীতে নাম সাধা ।।
শ্যামল মেঘের পরশ পেলে
নভ-অশ্রু ঝরে,
শ্রীমতী যে শ্যামল বিনা
কেঁদে কেঁদে মরে ।

ধৈর্য ধর—
রাধে তুমি ধৈর্য ধর,
ধৈর্য ধর ধৈর্য ধর তুমি রাধারাণী ;
তোমার ব্যথা কত গভীর জানি
আমি জানি ।
লীলার শেষে ননীচোরা
দেবেই দেবে তোমায় ধরা
জানো না কি রাধা-কৃষ্ণ
অঙ্গে অঙ্গে বাঁধা ?

কথা : শিশির সেন

(২)

আজ আসিতে আমার কাছে
যদি পাছে পায়ে বেঁধে কাঁটা…
তাইত তোমার পথ
ঢেকে আছে ঝরা ফুলদলে,
যদি আঁধারে না পাও দিশা
তাইত আকাশে ওই তারাদীপ জ্বলে।
ফুলের সুরভি আজ যেন গো আমার
রঙে রসে ভরে দেয় মন,
মিলনেরি মালা যেন
দিলেগো পরায়ে মোর গলে।
দখিনা বাতাস আজ যেন গো আমায়
তুমি হয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় ;
কানে কানে কত কথা পরাণ দোলায়
শুধু বলে ।।

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সংগীতাংশ

(৩)

জীবনের পিয়ালা কত রঙে ভরা আছে,
সাকী বলে ওগো প্রিয়
কাছে এসো আরো কাছে।
গানে গানে ওগো বধূ
নিঙাড়িয়া দিব মধু,
তোমার ছোঁয়াতে মোর
পরাণ-ময়ূরী নাচে ।
যাবার বেলায় প্রিয়
যেও আমার নয়ন চুমি,
ভীরু পায়ে যেও চলি
স্বপন না ভাঙে পাছে ।।

কথা : শিশির সেন

(৪)

মনের মতন রতন পেলে
সব দিতে পারি ওগো,
পথ ভুলে এলে যদি
দিব না তো ছাড়ি ওগো ।
(হায়) চোখের কোণে কাজল হাসি
আমি বড় ভালবাসি
পিরীতি জ্বালা বিষম জ্বালা
সইতে আমি নারি ওগো ।

কথা : শিশির সেন

পরবর্তী আকর্ষণ

আসিতেছে

প্রচারক রমেন চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও ৭৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ছায়াবাণী লিঃ পক্ষে প্রকাশিত এবং আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত